বিরলপ্রজ এক কর্মবীর

আবীর হাসান

অধ্যাপক আবদুল কাদের

সেই দিনগুলোকে আর ফেরানো যাবে না। না ফেরার দেশে যিনি চলে গেছেন তাকেও আর ফেরানোর ক্ষমতা আমাদের নেই। কিন্তু তার কৃতিত্ব আর স্বপ্নকে ধারণ করার ক্ষমতা কিছুটা হলেও তো আমাদের আছে!

অধ্যাপক আবদুল কাদের এমন একটা সময়ে তার মেধাকে এই জাতির জন্য কাজে লাগিয়েছিলেন যখন বাংলাদেশের সরকার পর্যন্ত বুঝতে পারছিল না, আইসিটি নিয়ে কী করবে?

কমপিউটার তখন অফলাইনে। বাংলাদেশে বসে অধ্যাপক আবদুল কাদের তখন যা বলতেন মনে হতো স্বপ্নেরই কথা। তারপর অনেক দিন কেটেছে, অনেক পথ পাড়ি দিয়েছি আমরা, কিন্তু সেই স্বপ্নের কথা যে আর কেউ বলে না এখন। অনেক অতিকথন এখন আমাদের চারপাশে। কিন্তু ঠিক কী করলে সমৃদ্ধ একটা বাংলাদেশ আমরা পাবো, তা যেনো আমরা জানি না! নেতিবাচক কিছুতেই বিশ্বাস করতেন না অধ্যাপক আবদুল কাদের, তিনি বলতেন মানুষই করবে, বিশেষত করবে এ দেশের তরুণ সমাজ। তাদেরকে পথনির্দেশ আর উৎসাহ দিতে পারলেই দেশ এগিয়ে যাবে। আর এই এগুনোর হাতিয়ারটা অবশ্যই কমপিউটার। কমপিউটার বা আইসিটির প্রতি তার এই টান আবেগের কিছু ছিল না। তবে প্রযুক্তির প্রতি তার কৌতূহলী আগ্রহ ছিল, যদিও ছাত্র ছিলেন মৃত্তিকা বিজ্ঞানের।

এদেশে যখন কমপিউটারের অল্পবিস্তর ব্যবহার শুরু হলো বিশেষ করে 'ফোর প্লাস-পার্সোনাল' কমপিউটার যখন কিছু প্রতিষ্ঠান ব্যবহার করা শুরু করল তখন অনেকটা মোহাবিষ্টের মতোই তিনি ঝুঁকে পড়লেন প্রযুক্তিটার দিকে। দ্রুতই নিজে আয়ত্ত করলেন প্রযুক্তির জ্ঞান। কিন্তু এতে সন্তুষ্টি এলো না। কারণ অধ্যাপক আবদুল কাদের বুঝেছিলেন কমপিউটারের অমিত শক্তি মানুষকে শক্তিশালী করতে পারে আর মুরস ল' মেনে কমপিউটার হবে ক্রমাগত শক্তিমান আর সস্তা।

বাংলাদেশের মতো দেশে কমপিউটার নিয়ে চিন্তাভাবনাও তখন বিলাসিতার মতো, সেই ১৯৮৯ সালে আজিমপুরে তিনি খুললেন কমপিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র-'কমপিউটার লাইন'।

কমপিউটারের জগতে অ্যাপল তখন বিপ্লব ঘটিয়ে বসেছে। নব্বইয়ের দশকের শুরুতে অধ্যাপক আবদুল কাদেরের পরিকল্পনায় এলো দেশের তরুণদের কমপিউটার সম্পর্কে সচেতন করার কথা। নানাভাবে যোগাযোগ আর আলাপ-আলোচনার অনেকটা মাঝপথেই সিদ্ধান্ত নিয়ে বসলেন 'মাসিক কমপিউটার জগৎ' প্রকাশের। তখন তো ডেস্কটপ পাবলিশিং এত উন্নত হয়নি, তবু সীমিত সুযোগ সদ্ব্যবহার করেই দ্বিভাষিক মাসিক পত্রিকাটি প্রকাশিত হলো ১৯৯১ সালে।

একটা পত্রিকা হোক সে মাসিক, তাও আবার পুরো বিজ্ঞান বিষয়ক নয়, একটিমাত্র স্বল্পপরিচিত বিষয়ভিত্তিক। এর জন্য লেখা সংগ্রহ করাই তখন ছিল প্রায় দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু অসম্ভব বলে কিছু আছে, তা হয়ত মানতেন না অধ্যাপক আবদুল কাদের। নিজের পেশাগত কাজের ফাঁকে ফাঁকে পত্রিকা অফিস, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানে হানা দিতেন। পেশাজীবী, শিক্ষক আর সাংবাদিক তার সাথে কিছু তরুণ কর্মী নিয়ে বেশ কষ্টে-সৃষ্টেই এগিয়ে নিলেন মাসিক কমপিউটার জগৎকে।

সে সময় নানারকম মজার ঘটনা ঘটত, দায়িত্বশীল লোকজন বিশেষত মন্ত্রী-আমলা-বিত্তশালীরা কমপিউটার নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ করতেন। এমন না যে তারা কমপিউটার কিভাবে কাজ করে, তা তারা জানতেন। অথচ ভীতি ছড়াতেন, কমপিউটার ব্যবহার শুরু হলে লোকজন চাকরি হারাবে। কেউ বলতেন 'শয়তানের বাক্স'। ইন্টারনেটের সাবমেরিন ক্যাবলের কথা বললে এক মন্ত্রী তো বলেই বসেছিলেন, 'দেশের সব গোপন তথ্য পাচার হয়ে যাবে-অতএব ওসব চলবে না।'

মাসিক কমপিউটার জগৎ এসব ঘটনাবলীর সাক্ষী এবং প্রত্যুত্তরদাতাও বটে। আইসিটির পক্ষে জনমত গড়ে তুলতে কমপিউটার জগৎ পুরো নব্বইয়ের দশকে ছিল দারুণ সোচ্চার। আর অনেকটা সে কারণেই পত্রিকাটিকে ঘিরে একদল লেখক-কাম-অ্যাক্টিভিস্টের দেখা মিলল। সেই সব অ্যাক্টিভিস্টের অনেকেই এখন আইসিটি পেশাজীবী, কেউ কেউ ব্যবসায়ী কেউবা বিশেষজ্ঞ। কেন্দ্রে তখন ছিলেন অধ্যাপক আবদুল কাদের। শিক্ষকতার পেশা থেকে একসময় চলে আসতে হলো সরকারি দফতরের পরিচালনার কাজে, দায়িত্ব বাড়ল-নাকি নিজেই বাড়ালেন! শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে কমপিউটারায়নের প্রাথমিক ধারণাটা তো প্রথম তিনিই দিয়েছিলেন। শুধু ধারণা দেয়া নয়, যে কাজগুলো করা দরকার- সেগুলোর প্রাথমিক পদক্ষেপও তারই নেয়া। শিক্ষক প্রশিক্ষণ থেকে শুরু করে ডিজিটাল ক্লাস, অনলাইন উপকরণ ব্যবহার, ইংরেজির দুর্বলতা কাটানো এসব বিষয়কেও খুবই গুরুত্ব দিয়েছিলেন তিনি। পত্রিকার বাইরে ছিল এসব কাজ।

আর পত্রিকা নিয়ে যে কাজগুলো করেছিলেন সেগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সেমিনার-কর্মশালা তো হতোই, মাঝে মাঝে বিভিন্ন ধরনের আইসিটিবিষয়ক প্রতিযোগিতার আয়োজনও করতেন। অনেক মেধাবী তরুণকে আমরা পেয়েছিলাম অনেকটা অপ্রত্যাশিতভাবেই, একাধিক বিস্ময়বালকও খুঁজে পেয়েছিলেন অধ্যাপক আবদুল কাদের।

মাসিক কমপিউটার জগৎ আসলে হয়ে উঠেছিল এদেশের আইসিটির কেন্দ্রশক্তি। কী ব্যবসায়ী মহল, কী একাডেমিক পর্যায়-সর্বত্র পত্রিকাটি আস্থার জায়গা করে নিয়েছিল। কমপিউটারের ওপর থেকে শুল্ক রহিত করার আন্দোলনে কেন্দ্রীয় ভূমিকা ছিল এ পত্রিকাটিরই। আর অধ্যাপক আবদুল কাদের এমন অনেক কিছুর সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করেছিলেন-যা শুধু তার পক্ষেই সম্ভব। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে তার লেখা সম্পাদকীয়গুলো পড়লে। আর এদেশে প্রথম ইন্টারনেট সপ্তাহ পালন এবং প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতার উদ্যোক্তাও তো তিনি। শহর ছাড়িয়ে মফস্বলেও গেছেন বহুবার। আর মৃদু চিন্তার বিষয়গুলোকে অবলীলায় প্রকাশ্যে এনে ফেলার

(বাকি অংশ ৪৯ পৃষ্ঠায়)

বিরলপ্রজ এক কর্মবীর

(৪৭ পৃষ্ঠার পর)

দুর্দান্ত এক ক্ষমতা ছিল মিতভাষী এই ব্যক্তিটির। আবার নিজের চিন্তাকে অন্যদের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ারও এক বিরল প্রতিভা ছিল তার। অল্প কথা বলেও যে যোগাযোগকে কার্যকর করে ফেলা যায় তার প্রমাণ আমি পেয়েছিলাম অধ্যাপক আবদুল কাদেরের কাছ থেকে। এটা আমার জন্য একটা বড় শিক্ষা–যা আমার কর্মজীবনের জন্য হয়েছে সহায়ক।

কিন্তু প্রশ্নটা আবারও তুলতে হচ্ছে–প্রাপ্য মর্যাদা বা সম্মান কী পেয়েছেন অধ্যাপক আবদুল কাদের। নিজের চেয়ে বড় করে তোলা তার কীর্তি আর তার দ্বারা উপকৃত হওয়া এই দেশ কি ন্যায়সঙ্গত মূল্যায়নটাও করবে না?